সমকাল

তারিখ ..... 23 APR 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

জোর করে বাল্যবিয়ে, পরে গ্রামছাড়া!

■ কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি

নবম শ্রেণির ছাত্রী সুইটি রানী সরকারের অজান্তেই তার বিয়ে ঠিক করেছিল বাবা। গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাতে হঠাৎ দেখে বিয়ের আয়োজন। এ সময় সুইটির প্রতিবাদের মুখে বরযাত্রীরা ফিরে যায়। এরপর লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার অজুহাতে গভীর রাতে সমাজের মাতবর ললিত মোহন, মনোরঞ্জনের নির্দেশে এলাকার ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

জোর করে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

৫০-৬০ জন যুবক সুইটিকে ধরে নিয়ে যায় এলাকার রাজমোহনের বাড়িতে। রাজমোহনের ছেলে গোপালের সঙ্গে প্রেম রয়েছে– এমন অপবাদ দিয়ে দু'জনকে মারধর করে যুবকরা। পরে সুইটিকে সিঁদুর ও শাখা পরিয়ে গোপালের সঙ্গে তার বিয়ের আয়োজন করা হয়। এখানেই শেষ নয়, গত ২৮ মার্চ মাতবরদের সালিশে ওই দম্পতিকে গ্রামছাড়া করা হয়। এ ছাড়া ছেলের বাবাকে করা হয় সমাজচ্যুত। যশোরের কেশবপুরের পাঁজিয়া ইউনিয়নের বাগডাঙ্গা মনোহরনগর গ্রামে ঘটে এ ঘটনা।

কেশবপুর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরের গ্রাম বাগডাঙ্গা মনোহরনগরে মাতবরদের দ্বারা সমাজচ্যুত গোপালের বাবা রাজমোহন সরকার বলেন, তার ছেলে গ্রামে দর্জির কাজ করত। ছেলের সঙ্গে মনোহরনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওই ছাত্রীর কোনো সম্পর্ক ছিল কি-না তিনি জানেন না। মাসখানেক আগে এক রাতে মাতবরদের লেলিয়ে দেওয়া ৫০-৬০ জন যুবক তাদের বাড়িতে চড়াও হয়। তারা ওই মেয়েকে টানতে টানতে নিয়ে আসে। ঘরে ঢুকে তার ছেলেকেও ধরে নিয়ে যায় এবং মারধর করে। ভোর হওয়ার আগেই মেয়েকে সিঁদুর, শাখা পরিয়ে তাদের বাড়িতে রেখে যায়। এরপর গত ২৮ মার্চ গ্রামের মাতবর ললিত মোহন সরকার, মনোরঞ্জন সরকার, দুর্গাপদ সরকার এবং পরেশ মণ্ডল সালিশের আয়োজন করে। সালিশে ছেলের পরিবারকে 'একঘরে' (সমাজচ্যুত) করা এবং ছেলে ও মেয়েকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। ওই সালিশে পাঁজিয়া ইউপি চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়।

সুইটি সমকালকে বলে, 'গোপালের সঙ্গে তার কথা হতো: কিন্তু প্রেম ছিল না। এখন এলাকায় স্বাভাবিক বসবাস এবং লেখাপড়ার সুযোগ চাই।' গোপাল সরকারের দাবি, তিনি মাতবরদের এলাকায় প্রায় ৩ লাখ টাকা পাবেন। এই টাকা না দেওয়ার জন্য গ্রামছাড়া করা হয়েছে। সুইটির বাবা মৃণাল সরকার বলেন, তিনি সমাজ নিয়ে চলবেন। সমাজের মাতবররা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার সঙ্গে তিনি একমত।

গ্রামের মাতবর ললিত মোহন সরকার, মনোরঞ্জন সরকার, দুর্গাপদ সরকার ও ইউপি সদস্য বদ্যনাথ সরকারের সঙ্গে পৃথকভাবে কথা হয়। তারা দাবি করেন, তারা সঠিক কাজ করেছেন। এটাই এলাকার নিয়ম। এলাকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রেম ও বিয়ে হলে সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

পাঁজিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম মুকুল বলেন, ২৮ মার্চ সাধন সরকারের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সালিশে তিনি ছিলেন। তিনি গ্রাম্য মাতবরদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে বিয়ে দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ– সে কথাও বলেন। মাতবররা তার কথা মানেনি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং....................
তারিখ....................
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর